আক্বীদা ও আমলে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু

অন্যরকম ভুল

মুসাফির আব্দুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

লেখকের কথা

কলামের শুরুতেই সেই মহান রবের প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। আলহামদুলিল্লাহি তা'য়ালা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মদের উপর, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর সম্মানিত পাঠক, মুসলিম সমাজে নানা ভুল-ভ্রান্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দীর্ঘ দিন থেকেই। মুসলিম সমাজের প্রচলিত ভুল থেকে কতিপয় ভুল তুলে ধরে তার সমাধান আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। জানিনা কতটুকু সফল হয়েছি (সমস্ত সফলতার চাবিকাঠি মহান আল্লাহর হাতে)। সময়ের স্বল্পতা ও ইলম এর সীমাবদ্ধতার দরূন হয়তো লেখার পরিপূর্ণ হক আদায় করতে পারিনি। এ ব্যাপারে আমি মহান রবের নিকটই ক্ষমা প্রার্থী; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। বইয়ে উল্লেখিত বিষয় সমূহ সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। হয়তো তা আপনার এলাকায় নাও থাকতে পারে, তবুও জেনে সতর্ক থাকবেন; কেননা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। ভুল করে তা স্বীকার করত ঃ ক্ষমা প্রার্থনা করা বাবা আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা তাদেরই বংশধর, আমাদের স্বভাবও তেমনটিই হওয়া উচিৎ। আমরা বইটিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ গভীরভাবে উপলব্ধি করতঃ কোরআন-হাদীস অধ্যয়নপূর্বক সংশোধন হতে সচেষ্ট হব। আর ভুল ধরিয়ে দিলে তা অস্বীকার করতঃ যুক্তি পেশ করা ও অহংকার করা যেহেতু শয়তানের স্বভাব সেহেতু আমরা তা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখব। অত্র বইটিতে প্রতিটি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা না করে শুধু আপনার ঘুমন্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে আপনি গবেষণা ও সংশোধনে তৎপর হন। কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হয়নি। আমি সত্য গ্রহণে বিশ্বাসী। বইটিতে

কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী; কোন বিষয় থাকলে তা দলিল সহ জানালে সাদরে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত আছি। মহান রবের করুনা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু অন্তরে জাগ্রত হওয়া থেকে তারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যিনি অন্তরের পরিবর্তনকারী। হে আল্লাহ এই বইটির সাথে জড়িত সকল কল্যাণকামী মুসলিম ভাই-বোনদেরকে উত্তম জাযা প্রদান করুন। আর আমাকে ছদকায়ে জারিয়াহ প্রতিদান থেকে মাহরুম করবেন না। আমীন।

–মুসাফির আব্দুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। বস্তুতঃ সকল প্রশংসা ও গুণগান শুধু আল্লাহর জন্যই। আর দরূদ পাঠ করছি সেই নাবীর প্রতি যার প্রতি দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহমাত বর্ষিত হয়।

আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিইয়িনা মুহাম্মাদ। মুশরিকরা যেরূপ দ্বীন-এ ইব্রাহীম (আঃ) এর মধ্যে শির্ক ও বিদআতের মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পুরো দ্বীনটাকেই বিকৃতি করে দিয়েছিল তদ্রূপ আজও কিছু গোমরাহ্ ও জ্ঞান-পাপীদের বিষাক্ত ছোবলে দ্বীন ইসলাম শির্ক-বিদআত দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। তবে এজন্য ইসলাম ধর্মের কোন ক্ষতি হচ্ছে না, কেননা সারা দুনিয়ার মানুষ মুশরিক-বিদআতী– হয়ে গেলেও ইসলামের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। নিজেদের স্বার্থেই আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে শির্ক-বিদআত, ফিরে যেতে হবে মূল তাওহীদের দিকে সম্মানিত লেখক (যাকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি) অত্র বইটিতে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে ছোট-বড় যে কয়টি বিষয় তুলে ধরেছেন তা মোটের উপর খুব বেশি না হলেও কোন পাঠক যদি গোড়ামীর শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সত্যগ্রহণের ইচ্ছা নিয়ে বইটি পাঠ করে এবং প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে তাহলে তার মধ্যে এমন এক যোগ্যতা সৃষ্টি হবে যার দ্বারা সে সমাজে প্রচলিত অন্য সকল শির্ক-বিদআত, কুসংস্কারগুলি একে একে বুঝতে শুরু করবে ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ তুমি সকল অবুঝকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান কর। আমীন।

–আবু বকর বিন হাবিবুর রহমান

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِىَّ بَعْدَىْ ۔

আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু। ওয়াস্‌সআলাতু ওয়াস সালামু আ'লা মান লা-নাবিয়্যা বা'দী।

অতঃপর তাওহীদ, শির্‌ক-বিদআত ও আকীদা সংক্রান্ত অনেক বই বাজারে থাকলেও আকীদা ও আমল সংক্রান্ত একটি ভিন্নধর্মী বই প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বইটিতে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যা সাধারণত অন্য কোন লেখকের লেখনীতে আসেনি।

তাছাড়াও আমার স্নেহের লেখক মুসাফির আব্দুল্লাহ অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বইটি রচনা করেছেন, যা সকল শ্রেণীর পাঠককে উপকৃত করবে বলে আশা করি।

মুদ্রণজনিত অথবা অন্য কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা দৃষ্টিগোচর হলে তা পরবর্তী সংস্করণের পূর্বেই আমাদেরকে অবগত করার জন্য পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ করছি।

আল্লাহর তা'য়ালা সকল মুসলিমের মঙ্গল করুন। আমীন।

–হাফেজ ছফিরউদ্দিন ত্রিশালী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বিশ্ব জগতের মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাকে অনেকে "খোদা" বলে ডাকে, অথচ কোরআন ও হাদীসের কোথাও এই নামের অস্তিত্ব নেই। এমনকি শব্দটি আরবী ও নয়। ভারত উপমহাদেশ ও কতিপয় দেশে ইহা মহান আল্লাহর বিকৃত নাম, যা স্পষ্ট শিরক মিশ্রিত। আমরা যদি পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতের দিকে চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাব আল্লাহ বলেছেন মহান আল্লাহর বহু সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাক আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদের পরিত্যাগ কর। অতিশীঘ্রই তাদের কতৃকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। ইহা ছাড়াও সূরা বানী ইসরাঈল-১১০, ত্বহা-৮, হাশর-৫৯ ও বিভিন্ন আয়াতে তাঁর সুন্দর নামের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে (ইফাবা-হাদীস নং ৫৯৬৮) তার ৯৯টি নামের কথা উল্লেখ রয়েছে ইহা সত্ত্বেও কেন আমরা আল্লাহকে খোদা নামে ডাকব? আসুন আমরা আল্লাহকে তাঁরই পছন্দের নামে ডেকে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করি। "আল্লাহু" কি সুন্দর ও মধুমাখা নাম। পবিত্র কুরআনে যা ২৬২১ স্থানে এসেছে।

২. আমরা আমাদের নামের সাথে বিভিন্ন উপাধি যোগ করে একটু বড় ও সুন্দর করে উপস্থাপনের চেষ্টা করি। আর মহান সৃষ্টিকর্তা কে সংক্ষিপ্ত নামেই ডাকি। পথভ্রষ্ট মিথ্যুক ভণ্ড পীর-ফকিরদের নামে অসংখ্য উপাধী-যোগ করা হয় যার বেশীর ভাগ শব্দই মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ব্যবহার করা শিরক। সুতরাং আমরা প্রতিপালক মহান রব কে সর্বদা মহান আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ জাল্লা শানুহু, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ইত্যাদি উপাধির সাথে ডাকব। তাঁর বান্দা হিসেবে তাঁর গুণগান বর্ণনা করাই আমার জন্য বড়ই কল্যাণকর। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মহান আল্লাহকে তাঁর সিফাত সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অনেক মানুষ না বুঝে মহান আল্লাহর সাথে রাসূল (সা.)-কেও ডাকে। এমনকি পথহারা অনেক মানুষ ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে ডাকে আবার অনেকে বিপদে পড়লে বিভিন্ন ওলীদের ডাকতে থাকে। আফসোস। জাতিকে বুঝাবে কে এরূপ ডাকা শির্ক ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যদের কাছে এরূপভাবে সাহায্য কামনা করতে বা ডাকতে আল্লাহ চরম ভাবে নিষেধ করেছেন। (সূরা-ইউনুস-১০৬)

৪. সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টজীব কি সমান হতে পারে? কখনো নয়। কোন মুসলিম অন্তত এমন আক্বীদা পোষণ করতে পারেনা। তাহলে কেন মাসজিদে/গাড়ীতে বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহর নামের সাথে রাসূল (সা.) এর নাম লেখা হচ্ছে? সারাটি জীবন যিনি মহান আল্লাহর ইবাদাত করেছেন, তাঁরই মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, তারই সার্রভৌমত্ব কায়েম করতে কত রক্ত কত ত্যাগের ইতিহাস রচনা করেগেছেন পথহারা মুসলিম আজ তারই আদর্শ বিকৃত করছে। দুঃখিত বুঝাব কাকে, সবাইবুঝে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভুল বুঝে।

৫. কোন মুসলিম এই আক্বীদাহ পোষণ করতে পারে না যে, আল্লাহ তায়ালা নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান। ইহা হিন্দু ও বিভিন্ন পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ। মুসলিমদের আকীদা হচ্ছে তাঁর আকার রয়েছে তিনি ৭ম আকাশের উপর আরশে আজীমে সমাসীন, তবে তাঁর আকার তুলনা করা সম্ভব নয়। তিনি তার মত তাকে যেমন না দেখে বিশ্বাস করি তেমিন তার আকার আছে এ কথাও বিশ্বাস করি। তাঁকে আখিরাতে বা জান্নাতে যখন দেখব তখনই বুঝব তিনি দেখতে কেমন। পিপড়ার আকার যেমন হাতির আকারের মত নয় কিন্তু পিপড়া নিরাকার নয় তেমনি আল্লাহ তায়ালার আকার অন্য জীবের মত নয় কিন্তু তিনি নিরাকার নন। আল্লাহ যদি সর্বত্র বা মুমিনদের কলবে থাকতেন তাহলে রাসূল (সা.) মিরাজে সপ্তম আকাশ পার হয়ে আরশে মহল্লায় কেন গেলেন? তিনি যদি নিরাকার হবেন তাহলে পূর্ণিমার চাঁদের মত কাকে আপনারা জান্নাতে দেখতে চান? আমার জাতিকে যে কিভাবে ভূতে ধরল তা কে জানে। (সূরা : যুমার-৬৭, বাকারা-২৫৫, শুরা-১১, আনয়াম-১০৩ হাদীদ-৪, ত্বয়াহা-৫, ৪৬, নামল-২৬ আরাফ-৪৬, তাওবা-১২৯, ইউনুস-৩, আম্বিয়া-২২, মুমিনুন-৮২, ১১৬, সাজদা-৪, বুখারী- ৬৮৯২, (১০ম খণ্ড ইফাবা ৬৮৫১, ৫৯৬১, ৬৮৩২, ৬০১৩ ইত্যাদি) আমরা দলীল দিতে থাকলে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। বাজারে একাধিক কিতাব বের হয়েছে পড়ুন। যাচাই করুন আপনি জ্ঞানী, আপনার কাছ থেকে আমরা সত্য গ্রহণের আশা রাখি।

৬. মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে পবিত্র কুরআনে নাবী রাসূল ও সরাসরি তাঁর নাম মুহাম্মদ বলে সম্বোধন করেছেন, হাদীসের কিতাব খুলে দেখুন সেখানে পাবেন সাহাবাগণ তাঁকে "হে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলে ডেকেছেন তাকে কোনদিন হুজুর বলে ডাকেননি আরবী কোন ইবারতে হুজুর বা হযরত শব্দের কোন অস্তিত্ব নেই অথচ আপনি তাঁকে জোর গলায় হুজুর বলে চিৎকার করছেন। অনুবাদে "হযরত" লিখছেন অথচ ইফাবা, তাওহীদ ইত্যাদি প্রকাশনায় অনুবাদকৃত বুখারী মুসলিম বা কোন হাদীসের কিতাবে হযরত লেখা নেই। দুঃখ লাগে তখন, যখন আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহাবীদের চাইতে বেশী দরদ রাসূলকে দেখাতে যান। আপনি কি জানেন? রাসূলের রূহ মোবরক মিলাদ শরীফে হাজির হয় এই শিরকি আক্বীদা থেকে পথ ভ্রষ্ট লোকেরা প্রথমে তাঁকে হুজুর ডেকেছে। যেহেতু হুজুর অর্থ উপস্থিত হওয়া যা উপস্থিতি। তেমনি মোল্লা-মুন্সি ও ইসলামী কোন সম্মান জনক পরিভাষা থেকে আসেনি, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন।

৭. খাজা-পীর, দরবেশ, গাউস-কুতুব, ওলী-আউলিয়া, বাবা ইত্যাদি প্রচলিত উপাধীগুলো অতীতের কোন হাক্কানী আলেম বা প্রসিদ্ধ কোন ইমামগণের সাথে খুঁজে পাওয়া যায় না। আজও আমরা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী ইত্যাদি বলেই জানি, এখনো হাক্কানী আলেমগণ তাদের নামের আগে এসব উপাধী যোগ করেন না। উপরোক্ত উপাধিগুলো শিরকের গোডাউন থেকে জন্ম নিয়েছে। আপনি ইতিহাস পড়ুন আপনার চোখ খুলে যাবে। হাক্কানী যেসব আলেমগণের সাথে এসব উপাধি যোগ করে আপনারা পয়সা কামাই করেন, তারা কিন্তু এসব উপাধি দাবী করেননি কখনো কোন দিন।

৮. ছয় লতিফার যিকিরের পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। (মুসলিম) পদ্ধতিগুলো বেদাতী-পীরদের তৈরী করা। বিস্তারিত জানতে প্রকৃত ওলী আউলিয়া কে? বইটি পড়ুন। (৫৪ পৃ. এ. শাসমুর রহমান)

৯. পবিত্র কুরআনে হাত রেখে, মাসজিদে দাঁড়িয়ে, মরা কাঠ ছুঁয়ে, পশ্চিমমুখী হয়ে, ছেলের মাথায় হাত রেখে মরা মা-বাবার মাথা খেয়ে ইত্যাদি ভাবে কসম খেতে বলা হয়। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কসম খেতে হলে তা কেবল মহান আল্লাহর নামেই খেতে হবে। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ)

১০. শিখা অনির্বাণের পাশে দাঁড়িয়ে সম্মান করা অগ্নিপূজকদের কাজ যা অবশ্যই শিরক। (শির্ক কি ও কেন? পৃ. ৩৫০ ড. মোজাম্মেল আলী)

১১. "নবী মোর পরশমনি নবী মোর সোনার খনি– নবী নাম জপে যে জন সেইতো দো'জাহানের ধনী।" এই গজলটি শিরক মিশ্রিত। মহান আল্লাহ ছাড়া কারো নামে জপা বা যিকির করা যায় না। রাসূল (সা.)-কে জপার জন্য নয় তাঁকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা ইউনুস - ১০৬, মু'মিন- ৬০)

১২. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শুধু এই কালেমার তালকীন দেয়ার কথা হাদীসে পাওয়া যায় সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলার কথা হাদীসে নেই। (মুসলিম-আবু দাউদ ইবনে মাজাহ)

১৩. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিবলামুখী করা, তার কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।

(মাসআলা-১৫, আহকামুল জানায়িয নাসিরুদ্দীন আলবানী)

১৪. মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করতে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। (সহীহ তিরমিযী-২য় খণ্ড পৃ. ৩০৬, তাহ্কীক, ইবনে মাজাহ ১৪৭৬) অথচ আমরা মাসজিদের মাইকে বার বার ঘোষণা করছি। বড়লোক মারা গেলে তো গ্রামে গ্রামে শহরে-বন্দরে বহুদূর পর্যন্ত মাইকিং করা হয়। জানিনা আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, এগুলো দেখলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

১৫. মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চ আওয়াজে বিলাপ করে কাঁদা কুফরী।

(মাসআলা-২২ (ঐ) পৃ. ৩৭)

১৬. জানাযা সালাতের আগে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করা "লোকটি কেমন ছিল" আর সবাই জবাব দেয় "ভাল ছিল" ইহা চরম মূর্খতা ও হাদীসকে অপব্যাখ্যা করা, যা নির্দিষ্ট বিদয়াত। (মাসআলা-২৬ পৃ, ৫২)

১৭. শর্ত সাপেক্ষে (পর্দা, উচ্চ আওয়াজে না কাঁদা ইত্যাদি) পুরুষদের মত মহিলাগণও কবর যিয়ারত করতে পারবে। (মাসয়ালা-১১৭, পৃ. ১৬৮)

১৮. কবরস্থানে হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবে না। তবে একা একা করা যাবে কিন্তু কবরমুখী হয়ে নয় বরং কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে হবে। (মাসআলা-১২১, পৃ. ১৮০)

১৯. কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা, পাকা করা, নাম লেখা এসব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। (মাসআলা-১২৬, পৃ. ১৮৩)

২০. মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা। মৃত ব্যক্তির নখ বা অবাঞ্ছিত লোম কাটা, নাকে তুলা দেয়া, দাফনের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্যদের না খেয়ে

থাকা, গোলাপজল ছিটানো, মাটি দেয়ার সময় মিনহা খলাকনা কুম-আয়াতটি পড়া, দাফনের পর সূরা ফাতেহা, ইখলাছ, ফালাক ও নাস পড়া, হাত তুলে মুনাজাত করা, তিন দিন সাত/চল্লিশদিন পর কুলখানী করা এসবই চরম বিদয়াত। (আলকামুল জানায়িয-পৃ. ২০৩)

লাশ দাফন করার সময় কবর খোড়ার প্রথম মাটি আগে দেওয়ার যে রেওয়াজ আমাদের সমাজে চালু আছে তা শরিয়াত সম্মত নয়।

২১. নাতনী বিবাহ করা হারাম।

(সূরা নিসা আয়াত ২৩ এর তাফসীর দেখুন-মাআরেফুল কুরআন-২৪১ পৃ.)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের সমাজে নাতনীকে দাদা বা নানার সাথে স্ত্রীর মত তুলনা করা হচ্ছে। তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা তামাশার ছলে বিভিন্ন শালীন ও অশালীন কথা বলা হচ্ছে। নিজের মেয়ে বোন, বা মায়ের সাথে বিবাহ হারাম তাই আমরা তাদের সাথে সম্মান জনক কথা বলে থাকি। স্ত্রীর সাথে যেমন ঠাট্টা বা আচরণ করি মায়ের সাথে তা করি না তেমনি নাতনীর সাথে ও করা যাবে না। হায়রে বাঙালী—কোথায় গেল বিবেক নাতনীর সাথে মনে কথা বলছে যা শুনে স্ত্রীও লজ্জা পায় অথচ নাতনী বিবাহ করা হারাম।

২২. ক্লান্তির সময় অনেকে বলে আল্লাহ রাসূল। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে রাসূল (সা.) কেও ডাকে অথচ রাসূল আপনার কথা শুনতে পারেন না। তিনি কবরে থেকে আপনার কোন বিপদ দূর করতে ও পারবেন না। সুতরাং শুধু আল্লাহ কেই ডাকতে হবে।

(ইউনুস-১০৬, আরাফ- ৮৮, আহকাম-৯, ফাতির- ২২, মুমিনুন-১১৮)

২৩. আমাদের মা/ বোনেরা আযান দেয়ার সময় মাথায় কাপড় দিয়ে থাকেন। বাহ! কি চমৎকার। মাথায় কাপড় দেয়ার সাথে আযানের কি সম্পর্ক। পর্দা যা মহান আল্লাহ ফরজ করেছেন তা আপনি সর্বদা পালন করবেন। আযানের সময় মাথায় কাপড় দিলেন পরে ফেলে দিলেন তাহলে আপনি কি বলছে চাচ্ছেন এখন আর পর্দা করতে হবে না? বা আল্লাহ আপনাকে আর দেখছেন না। বিষয়টি ভাবুন; এই ভাবে ইসলামকে হেয় তুচ্ছ ও ঠাট্টা করা হচ্ছে কিনা।

২৪. সুন্নতে খাৎনা কে আমরা মুসলমানী করানো বলে থাকি যা মারাত্মক ভুল। বর্তমানে আবার এই সুন্নতে খাৎনাকে কেন্দ্র করে মহা উৎসব পালন করা হয় আসলে আমরা ইহা "হোটেল ব্যবসা" বলতে পারি। কেননা উক্ত অনুষ্ঠানে বিনা মূল্যে কোন গরীবকে দাওয়াত খাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। বরং যারা

খেতে আসে তাদের ২০০ টাকা খাইলে ৫০০ টাকা দিতে হয়। বিষয়টি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। রাসূল সা. ও সাহাবা বা তৎপরবর্তী ইমামগণের যুগেও তো সুন্নতে খৎনা করানো হত কিন্তু তারা তো কোন অনুষ্ঠান করেনি।

২৫. পবিত্র কুরআন কে মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদ কুরআনুল কারীম, কুরআনুল হাকীম ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কোথাও কুরআন কে কুরআন শরীফ বলা হয়নি। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে এসে কুরআন মাজীদ হয়ে গেল কুরআন শরীফ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর রাখা নামে পবিত্র কুরআন কে সম্বোধন করতে আপনার সমস্যা কোথায়, আপনি কি দরগা শরীফ, মাজার শরীফ, খানকা শরীফ, হুজুর কেবলা বাবা-শরীফ, উরশ শরীফ গুলোর মত শিরক বিদয়াত মদ ও নারীর আখড়ার সাথে তুলনা করে কুরআন শরীফ, মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ বলতে চান? সাবধান। মাক্কাহ মাদীনা-কুরআন ইত্যাদি পবিত্র বিষয় গুলোকে আল্লাহও তার রাসূলের দেয়া সম্মানিত নামে ডাকুন।

২৬. মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়েবের খবর রাখেন না। ইহা মহান আল্লাহর সিফাত যা কোন বান্দার জন্য শোভনীয় নয়। রাসূল (সঃ) কখনো দাবী করেননি যে, আমি গায়েবের খবর জানি। বরং তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইহা আল্লাহর রাসূলের প্রতি গোমরাহ্ লোকদের মিথ্যা অপবাদ। আমরা যে দলীল পেশ করছি তা চোখ মেলে দেখুন। আশা করি বুদ্ধি খুলে যাবে।

(নামল-৫৬, সূরা, আনয়াম-৫০, ৫৯, আরাফ-১৮৮; হুদ-১৩)

২৭, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত ও কুরবাণী করা হারাম।

(সূরা বাকারা-১৭৩, শুআরা-২১৩; নাহল-৫৬, ১১৬)

২৮. তাক্বলীদ বা ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ ইসলাম চরমভাবে হারাম করেছে না।

(সূরা আরাফ-৩; কাহাফ-২৮, ৫০, ত্বয়াহা-১৬; ফুরকান-৪৩; মায়িদা-৪৮, ৭৭, মুহাম্মদ-১৪)

২৯. ইসলাম কে চার মাযহাবে বিভক্ত করে তা আবার চার ফরজ বলে ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখাতেও মানুষ দ্বিধাবোধ করছে না। অথচ মহান আল্লাহ সর্বদা একত্রিত ভাবে তাঁর দীনকে আকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা দ্বীনকে বিভক্ত করেছেন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। (সূরা : আল-ইমরান-১০৩; আনয়াম-১৫৯)

৩০. মেয়েরা হাত-পা উভয়টিতে মেহেদী দিতে পারবে। পায়ে মেহেদী দিলে গুনাহ হবে এমন ধারণা ঠিক নয়।

৩১. রাশিফল বিশ্বাস করা কুফরী কাজ যা কবীরা গুনাহ। (বিস্তারিত জানতে "কতিপয় হারাম কাজ" বইটি পড়ুন-পৃ. ৬৪)

৩২. যাদু করা কুফরী কাজ। (সূরা : বাকারা-১০২)

৩৩. মিলাদ পড়া বিদয়াত ও চরম মূর্খতা। কিয়াম করা শিরকী আক্বীদার ফল। এগুলো প্রচলিত হয়েছে মূর্খদের সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করতে। বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন (মৌলুদ শরীফ, আবু তাহের বর্ধমানী)

৩৪. মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হচ্ছে শাহেন শাহ বা রাজাধিরাজ। (বুখারী-মুসলিম)

৩৫. হাতে তালি ও শীস ইসলামী শরিয়াতে নিষিদ্ধ।

(সূরা : আনফাল-৩৫ ইবনে কাসীর দেখুন)

৩৬. অনেক কৃষক ভাই বলে থাকেন, জমিতে এই সার বা কীটনাশক অথবা এই বীজ ব্যবহার করেছি বলেই ফলন এত ভালো হয়েছে, তা না হলে এত ভালো হত না। অথচ এরূপ বলা যে স্পষ্ট শিরক তা হয়তো তিনি জানেন না।

(সূরা ওয়াকিয়া - ৬৩, ৬৫ এর তাফসীর: ইবনে কাছীর)

৩৭. বৈশাখী মেলা, নববর্ষ, ভালোবাসা দিবস, বিবাহ বার্ষিকী, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি পালন করা শরীয়ত বিরোধী কাজ, যা বিধর্মীদের সংস্কৃতি।

(আবু দাউদ, বায়হাকী)

৩৮. জন্মদাতা পিতা ব্যতীত জেনে বুঝে অন্যকে পিতা পরিচয়-দেওয়া বা দাবী করা কুফরী এবং তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ও জান্নাত হারাম হবে, তার ফরয- নফল কোন ইবাদত কবুল হবে না। অথচ সমাজে পালক পিতাকে আনন্দ চিত্তে ও ঠাণ্ডা মাথায় পিতা পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। যাবতীয় কাগজ পত্র যেমন জন্ম সনদ, সার্টিফিকেট, ভোটার আইডি, ইত্যাদিতে পালক পিতার নাম ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের উচিত। আল্লাহকে ভয় করা। জটিল ও কঠিন কাজ মনে হলেও জন্মদাতা পিতা কেই পিতা পরিচয় দেওয়া। (সূরা আহযাব-৪,৫ বুখারী-মুসলিম)

৩৯. হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে মেহমান আসবে, ডান হাত চুলকালে টাকা আসে, বাম হাত চুলকালে ঋণ হয়, এইরূপ আকিদা পোষণ করা কুফরী ও শিরকি। এগুলোর স্বপেক্ষ কুরআন হাদিসে কোন দলীল নেই।

৪০. গাউছুল আযম শব্দের অর্থ হচ্ছে মহান ত্রাণকর্তা বা চরম বিপদে উদ্ধারকর্তা, যা কেবল মাত্র আল্লাহতাআলার গুণ। এই শব্দটি কোন মানুষের সাথে যুক্ত করা শির্ক। অথচ আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী কিছু মুশরিক আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) কে গাউছুল আযম বলে থাকে। আমরা যারা মুসলিম তারা কেবল আল্লাহকেই গাউছুল আযম বলে বিশ্বাস করি।

৪১. আমাদের দেশের মা-চাচীরা শাক-সব্জির মাচায় হাড়িপাতিল ঝুলিয়ে রাখেন, গোয়াল ঘরের দরজায় মাটির ঢাকনা নকশা করে ঝুলিয়ে রাখেন, বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার পাশে দা-কাছি ম্যাচ-কাটা ইত্যাদি রাখেন। তারা মনে করেন এগুলো কল্যাণ বয়ে আনবে। অথচ এগুলো শিরকি ও কুফরী কাজ। কল্যাণ অকল্যাণ কেবল মাত্র আল্লাহর হাতে। (সূরা : আল ইমরান-২৬) আন-আম-১৭

৪২. তাবীজ ব্যবহার করা বাঙ্গালী, পাকিস্তানী, ভারতীয়, মুসলিমদের মাঝে দীর্ঘদিন থেকেই ব্যাপক আকারে প্রচলিত। হতভাগা মুসলিম জাতির অনেকে আবার হিন্দুদের কাছ থেকেও তাবীজ ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি গ্রহণ করে। হানাফী কাওমী মাদরাসার এক শ্রেণীর ছাত্ররা তাবীজ ব্যবহার করাকে তো ফয়েজ মনে করে থাকেন। কুরআন দিয়ে তাবীজ লিখেছি এমন গর্ব অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু কুরআন দিয়ে লেখা তাবীজ নিয়ে টয়লেটে যাচ্ছেন কোন বিবেকে? এতে কি পবিত্র কুরআনের অবমাননা হচ্ছে না? আপনি দাওরা পাশ করে ইফতা বিভাগের বারান্দায় পা রাখতে যতগুলো কিতাব পড়েছেন তা আমি মাথায় করেও বহন করতে পারবনা। তাই আপনি আমার এ কথা কানেই নিচ্ছেন না। কিন্তু তাবীজকে যে রাসূল (সা.) শির্ক বলেছেন এবং এসব ব্যবহার কারীদের তিনি বাইআত করতেন না, তা ছিঁড়ে ফেলতেন এবং এসব ব্যবহার কারীদের বদদোয়া করতেন। তাকি আপনি হাদিস কুরআনে পাননি?

(সূরা আনআম-১৭, ইউনুছ-১০৭, যুমার-৩৮, মুসনাদে আহমাদ ইবনেমাযা, আবু দাউদ, হাকেম)

অনেকের যুক্তি হচ্ছে তাবীজ ব্যবহার করলে সে সত্যিই ভালো হয়। আরে ভাই, চুরি করে রুটি খেলেও তো ক্ষুধা নিবারণ হয়, তাই বলে কি চুরি করা জায়েয? নিশ্চয়ই তা হারাম। সুতরাং তাবীজ ও হারাম। তাবীজ হচ্ছে বিনা পুঁজিতে পেট পূজারী মানুষের ব্যবসা। আমরা আপনার সতর্কতা কামনা করছি।

(বি. দ্র:-কল্যাণের আশায় সুতা, দাগা, বালা, কাইতান ইত্যাদি ব্যবহার করাও তাবীজের অন্তর্ভুক্ত)

৪৩. আদম (আঃ) বছরের পর বছর কেঁদেও ক্ষমা পেলেন না। অতঃপর তিনি মুহাম্মদ (সা.) এর ওসিলায় ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন, এই মর্মে যে কাহিনী বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এবং জাল হাদিস। শাইখ আলবানীর যঈফ ও জাল হাদিস সিরিজ (৮১ পৃ. ১ম খণ্ড) সূরা বাকারা-৩৭ আরাফ-২০-২৫ আয়াতগুলোতে তাঁর ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা পাওয়ার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

৪৪. অনেকে মুহাম্মাদ (সা.) ও ফাতিমার ওসিলায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও দয়া চায় অথচ ইহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ তার ক্ষমতায় কাউকে শরিক করেন নি। তিনি শুধু তাকেই ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

(সূরা মুমিন-৬০, বাকারা-১৮৬)

৪৫. পাপের সূচনার জন্য নারী জাতিই দায়ী ও মা হাওয়ার (আঃ) কথায় আদম (আঃ) ফল খেয়েছিলেন এই মর্মে যে তথ্যটি জাতি সত্য মনে করে তা আসলে মিথ্যা, মা হাওয়ার (আঃ) প্রতি চরম মিথ্যা অপবাদ।

(বিস্তারিত নবীদের কাহিনী ১ম খণ্ড পৃ. ২০. ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব)

৪৬. আপনার পীর সাহেব আপনাকে হাতে ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবেন এমন ধোকা দিয়ে বাবা সাহেব যে আপনার পকেটের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন সে ব্যাপারে আপনি সতর্ক হোন। মনে রাখবেন শাফায়াতের সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।

(সূরা নাজম-২৬, যুমার-৪৩-৪৪)

৪৭. আমাদের সমাজে নতুন বউ পা ছুঁয়ে মুরব্বীদের সালাম বা কদমমুচি না করলে মহাবিপদ হয়ে যায়। চারদিকে ছি-ছি পড়ে যায়। বলা হয় বউ কত বেয়াদব। অথচ ইহা চরম বিদআত যাতে শিরকের গন্ধ পাওয়া যায়।

(মাও, আব্দুর রহিম রচিত-সুন্নত ও বিদআত, পৃষ্ঠা-২৫৯)

৪৮. কঠিন কোন কাজ করার সময় "ইয়া আলী" বলে ডাক দেওয়া বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম ডাকা সুস্পষ্ট শিরক। কেননা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যকেউ কোন গাইবী শক্তি রাখে না। (যুমার-৩৬, ইউনুস-১০৬, জীন-২১)

৪৯. দান করে খোটা দিলে দানের সমস্ত নেকী বরবাদ হয়ে যায়। উপকার করে খোটা দিলে মহান আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না এবং তার পাপ মোচন করবেন না। (সূরা বাকারা-২৬৪, মুসলিম)

৫০. তাবলীগের ছয় উসূল গাশত, চিল্লা, বিশ্ব ইজতেমা, আখেরী মুনাজাত সহ অধিকাংশ পদ্ধতি ও তাদের রচিত ফাযায়েলের কিতাব সমূহে যা রয়েছে তার

অধিকাংশই কুরআন ও সহীহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যা। (সহীহ আকীদার মানদণ্ডের তাবলীগী নিসাব ও তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দিগণ বই দুটি পড়লে বিস্তারিত জানতে পারবেন)

৫১. আমাদের দেশের এক শ্রেণীর আলেম সমাজ আর পীর দরবেশগণ আল্লাহর বিধানাবলীর মাঝে যথেষ্ট পরিবর্তন এনে নিজেদের সুবিধামত বর্ণনা করেছেন। তাইতো দেখা যায় এক পীরের তরিকা বা অজিফার সাথে অন্য পীরের তরিকা ও অজিফার কোন মিল নেই। সবাই যদি শরীয়াতের বিধান হুবহু বর্ণনা করতেন তাহলে কি বিভিন্ন তরিকার সৃষ্টি হত? সাবধান মানুষ আজ বিপদগামী হচ্ছে। তাই সবার উচিত সচেতন হওয়া। দ্বীন ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা। তাছাড়া আমাদের দেশের সরকার আল্লাহর হারাম কৃত বস্তু যেমন মদ, লটারী, জুয়া, সুদ, পতিতালয় ইত্যাদি কে লাইসেন্স দিয়ে হালাল বা বৈধ করে রবের আসনে বসেছেন। অথচ বিধান রচনা করার অধিকার স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার হাতে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে পীরসাহেব বা সরকারকে রব হিসাবে গ্রহণ করছি। বুঝে বা না বুঝে। আমাদের গবেষনা করা উচিৎ ইহা কুফর বা শিরক হচ্ছে কিনা।

(তাওবা- ২৯-৩১; ইউনুছ-৫৯, মায়েদা-৪৪, ৪৫, ৪৭, ৯০ ইউসুফ-৬৭ আরাফ ৫৪-বায়হাকি ইত্যাদি)

৫২. যাদের শিশু সন্তান মারা যাবে তারা যদি আসরের পর কিছু খায় তবে সন্তানকে খেতে দেওয়া হয়না। এমন বিশ্বাস অনেক মহিলার বা অধিকাংশ মূর্খরা করে থাকে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও শরীয়াত বিরোধী ধারণা। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কোথাও এমন কোন তথ্য নেই।

৫৩. চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবর্তী মায়েরা কিছু খেতে বা কাটতে হাটতে ইত্যাদি কাজ করতে পারবে না বলে অনেকে মনে করে থাকেন যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শরীয়তে এমন কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবীদের নিয়ে প্রচণ্ড ভয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং দান করতেন।

(সহীহ বুখারী -২য় খণ্ড -২৫৫ পৃ. ইফাবা) (এখানে একটি অধ্যায়ই রয়েছে সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে)

৫৪. স্মৃতিসৌধ, শহিদ মিনার ইত্যাদিতে ফুল দেওয়া এবং নিরবতা পালন করা শিরক। মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরি করা, ছবি টানিয়ে রাখা শয়তানি কাজ। (মায়েদা-৯০) আমরা মুসলিম, রাজনৈতিক দোহাই দিয়ে এসব কর্মকাণ্ড আমরা কখনও সমর্থন করতে পারি না। আমাদের উচিৎ এসব বর্জন করা। আল্লাহর হেদায়েতের মালিক।

৫৫. সময়, দিন, মাস, সংখ্যা ও নাম ইত্যাদিতে শুভ অশুভ কিছু আছে এমন ধারণা করা তাওহীদ পরিপন্থি। যা স্পষ্ট ভ্রান্ত আকীদার অন্তর্ভূক্ত।

(কতিপয় হারাম কাজ -৭৩ পৃ. পড় ন)

৫৬. আপনি তো জানেন Noun বা নামের কোন পরিবর্তন হয় না। সকল ভাষায় নাম নামই থাকে। তাহলে মহান আল্লাহর তাআলার ও রাসূলের রাখা নাম সালাত-সিয়াম ইত্যাদি নামকে আপনি কোন অধিকারে পরিবর্তন করলেন? সালাত কে নামায, সিয়ামকে রোজা রাখার অধিকার আপনাকে কে দিল? ইংরেজী শব্দ চেয়ার টেবিলকে যদি চেয়ার টেবিল-ই বলা যায় তাহলে আরবীতে সলাত-সিয়াম বলতে আপনার সমস্যা কোথায়?

৫৭. রাসূল (সা.) এর রূহ মোবারক মিলাদ মাহ্‌ফিলে হাজির হয় তাই দাড়িয়ে সম্মান করা ও তাঁর জন্য খালি চেয়ার রাখা ইত্যাদি সম্পূর্ণ শিরকী আকীদা। (ড. মুজ্জাম্মিল আলী রচিত- শিরক কি ও কেন? পৃ. ৮৬)

৫৮. উচ্চ আওয়াজে যিকির করা মহান আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থি কাজ। (সূরা আরাফ-৫৫, ২০৫, বুখারী)। কেননা আল্লাহ উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে গোপনে ও ভয়-ভীতি সহকারে তার যিকির করতে বলেছেন। সুতরাং প্রচলিত হালকায়ে যিক্‌র কতটুকু শরিয়াত সম্মত তা একটু ভেবে দেখুন।

৫৯. কেউ মারা গেলে আমরা বলি অমুকে ইন্তিকাল করেছেন অথচ মহান আল্লাহ ইন্তিকাল না বলে মৃত্যু বরন বলেছেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ ইন্তিকাল না বলে মৃত্যুবরণ করেছে বলা। (সূরা যুমার- ৩০, আল ইমরান- ১৪৪, বুখারী)

৬০. পীর-ফকির, দরবেশ, কবিরাজ, বাইদানী, যাদুকর, কথিত ওলী-আওলীয়া ইত্যাদি। ব্যক্তিদের কথা না শুনলে অথবা তাদের খুশি না করলে তারা আমার মহা ক্ষতি করে ফেলবে। এমন বিশ্বাস বা আকীদা পোষণ করা শির্‌ক। সর্বদা আল্লাহকেই ভয় করতে হবে তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে।

(মায়িদা-৪৪, তলাক-৩, ইবরাহিম-১২, যুমার-৩৬, আহযাব-৩)

৬১. আমাদের সমাজে বেদাতী কুফরী ও শিরকী কিছু কুসংস্কার রয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে যাচাই করলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো যে অবশ্যই ভুল তা প্রমাণিত হবে। আমরা বিষয় গুলো জেনে তা বর্জন করব। (ইনশাআল্লাহ)।

- বাড়ির খাদ্য দ্রব্যের বরকত কমে যাবে ও মৃত ব্যক্তির রূহের উপর পড়বে এমন ধারণা করে রাতে পানি বাহিরে না ফেলা।

- রবিবারে বাঁশ কাটা খারাপ মনে করা।
- পরীক্ষায় শূন্য পাওয়ার ভয়ে পরীক্ষার দিতে যাবার পূর্বে ডিম না খাওয়া।
- পেঁচা দেখা বা এর ডাক অশুভ মনে করা।
- বরকত হবে মনে করে নতুন বউ তার বাপের বাড়ী থেকে আচলে বেঁধে চাউল এনে তা শ্বশুর বাড়ির চাউলের সাথে মিশিয়ে দেওয়া।
- নতুন বউয়ের আচলে স্বামীর রুমাল বেঁধে রাখলে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে মনে করা।
- বিয়ের শাড়ীতে গিঁট দেওয়া। এই কাপড় ছিঁড়ে গেলে সিলাই করা অমঙ্গল মনে করা।
- মেয়েরা জামাই মুরগী জবাই করলে মুরগীর উন্নতি কমে যাবে মনে করা।
- রাতে ঘর ঝাড় দেয়া খারাপ মনে করা।
- রাতে আয়না না দেখা।
- ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা খারাপ মনে করা।
- শনিবার, মঙ্গলবার, অমাবশ্যার দিন অশুভ মনে করা ও এই দিনে বিবাহ অনুষ্ঠান না করা।
- চিনি বা মিষ্টি খেয়ে আম/ জাম/ কাঁঠাল/ মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি রোপন করলে তা মিষ্টি হবে এরূপ মনে করা।
- রাতের বেলা বা ঈদের দিন টাকা ধার দেয়া খারাপ মনে করা।
- রাতে কোন গাছের পাতা বা ফল ছিড়া খারাপ মনে করা।
- সকাল বেলা বাকী দিলে অমঙ্গল হবে এমন মনে করা।
- পহেলা বৈশাখে ভাল খেতে পারলে সারা বছর ভাল খাওয়া যাবে ভেবে ভাল খাবার আয়োজন করা।
- যমজ কলা খাইলে যমজ সন্তান হবে এরূপ মনে করা।
- চালুন, কোলা, বাট খারা, হাড়ি, পাতিল, ইত্যাদি পা লাগা খুব খারাপ মনে করা।
- গর্ভবর্তী মহিলা ও তার স্বামী সিরকা মাছ খেলে বাচ্চার মিরকী রোগ হবে এমন ধারণা করা।
- কোথাও যাওয়ার সময় বাড়ী হতে বের হতে গিয়ে কিছুতে আঘাত পেলে যাত্রা শুভ হবে না মনে করে কিছুক্ষণ বসে পরে যাওয়া।
- কেউ পিছন থেকে ডাকলে যাত্রা অশুভ মনে করা।
- যে বিশ্বাসের কারণে বিভিন্ন এলাকায় ডান হাতে গোবর ফেলা/নেড়ে দেওয়ার প্রথা চালু আছে তা হিন্দুদের গাভী পূজার কাছাকাছি।

৬২. ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়ার কোন দলীল নেই বরং তখন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, তাহকীক আলবানী-হা ১৫১৩) এই হাদীসের বর্ণিত দোয়াটি পড়তে হবে।

৬৩. আব্দুল রাসূল, আব্দুন্নবী, নরুননবী, গোলাম রাসূল, গোলাম মোস্তাফা, রাব্বী ইত্যাদি নাম রাখা জায়েজ নয়। ইহা শিরকে আসগর (শিরক কি ও কেন? পৃ. ৩৫২)

৬৪. কু-নজর থেকে বাঁচানোর জন্য বাচ্চাদের কপালে কালো ফোঁটা দেওয়া যাবে না। (শিরক কি ও কেন? পৃ. ৩৫৩)

৬৫. অমুক ঔষুধ খেয়ে আমি ভালো হয়েছি এরুপ বলা শিরকে আসগর। বলতে হবে আল্লাহর রহমতে অমুক ঔষুধ খেয়ে ভাল হয়েছি। (শিরক কি ও কেন? পৃ. ৩৫৩)

৬৬. দোকান খুলে দাঁড়িঁপাল্লায় বা অন্যান্য জিনিসে সালাম করা, প্রথম বিক্রি করা টাকা কপালে লাগিয়ে বা চুমু দিয়ে সালাম করে রাখা ইত্যাদি কুসংস্কার ও শিরকি আকীদা।

৬৭. সলাত পড়ার সময় আপনি পাজামা/প্যান্ট লুঙ্গী ইত্যাদি টাখনুর উপর পরলেন। কিন্তু সলাত শেষে তা আবার টাখনুর নীচে নামিয়ে দিলেন কোন সাহসে? আপনি মাসজিদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর হুকুম মান্য করবেন আর বাহিরে শয়তান বা নফসের পূজা করবেন বিষয়টি কেমন হল তা কি একবার ভেবে দেখেছেন? টাখনুর নীচে কাপড় পড়লে তার দিকে মহান আল্লাহ দয়ার দৃষ্টিতে হাশরের মাঠে তাকাবেন না তাকে পাপ হতে পবিত্র করবেন না। ইহা জাহান্নামী হওয়ার কারণ হবে (বুখারী-মুসলিম) এ হাদীস কি আপনার বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাস হলে কেন পরেন। ভাইজান মহান আল্লাহকে ভয় করুন। যে জরিনার জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পড়লেন সে কি আপনার সঙ্গে যাবে? না আপনাকে কবরে একাই যেতে হবে। আচ্ছা ভাই-আপনি কখনো ভেবেছেন কফিল উদ্দীনের মত যদি আপনার দুটি পা না থাকত। যদি আপনি অন্ধ হতেন? আচ্ছা যদি আপনার প্যারালাইসেস হত? তবে কি করতেন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন। আজই সিদ্ধান্ত নিন জীবনে কোন দিন টাখনুর নীচে জামা পড়ব না আল্লাহর তায়ালার দয়া আপনার উপর বর্ষিত হোক।

৬৮. সাধারণ মানুষ তো আছেই এমন কি অনেক আলেমের মুখ থেকেও এ কথা শুনতে পাওয়া যায় যে, আমি অমুক আয়াত/ সূরা ভুলে গেছি। তাছাড়া হাফেজ গণ তো কথায় কথায় বলে থাকেন আমি কোরআন ভুলে গেছি। অনেক সূরাই আর ইয়াদ নেই। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে রাসূল (সা) এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন তোমরা কেউ যেন এ কথা না বলো যে আমি

(কুরআনের) অমুক অমুক আয়াত বুলে গেছি। নাবী (সা.) আরও বলেছেন কোন ব্যক্তির এরূপ বলা খুবই খারাপ যে, সে অমুক অমুক সূরা বা আয়াত ভুলে গিয়েছে। বরং বলতে হবে ঐ গুলো (সূরা/ আয়াত) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (সহহি মুসলিম ২য় খণ্ড, আহ্‌লে হাদীস লাইব্রেরী) হাদীস নং ১৭৪০, ১৭৪১, ১৭৪২, ১৭৪৩ ইফাবা- হাদীস নং ১৭১১, ১৭১২, ১৭১৩, ১৭১৪,) আসলে আল্লাহ তায়ালা কতবড় মেহেরবান যে, কুরআন মাজীদ ভুলে যাওয়ার ভয়াবহ অপরাধ নিজের উপর চাপাতে রাসূলের মাধ্যমে আমাদের নিষেধ করলেন। (আল -হামদুল্লিাহ কেননা কোন মুসলিম কি ইচ্ছাকৃত কুরআন ভুলে যেতে পারে? ইহা তার জন্য শোভনীয় নয়।

৬৯. গণতন্ত্র অবশ্যই কুফরী-মতবাদ। (সূরা আনয়াম-১১৬) গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র কমিউনিজম এগুলো পৃথক পৃথক জীবন ব্যবস্থা যা মানব রচিত। ইসলাম হচ্ছে একমাত্র দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা মহান স্রষ্টার মনোনীত। ইসলাম ছাড়া আর সকল মতবাদ ভ্রান্ত। স্রষ্টা ছাড়া অন্য কেহ মানুষের জীবন বিধান রচনা করতে পারে না। কেননা, মানুষ পক্ষ পাতিত্ব করতঃ অন্যায় বিচার করবে। ইহা তার স্বভাব জাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কারো প্রতি জুলুম করতে পারেন না। কেননা সবাই তার সৃষ্টি। ইসলাম ও গণতন্ত্র কে একত্রিত করে ইসলামী গণতন্ত্র বলা মারাত্মক বোকামী ছাড়া কিছু নয়। আপনি গণতন্ত্র মতবাদ টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করুন। ইহা যে সু-স্পষ্ট কুফরী মতবাদ তা আপনার বিবেকে অবশ্যই ধরা পড়বে বলে আশা রাখি। মনে রাখবেন গণতন্ত্র ও ইসলাম দুটি বিপরীত মুখী সম্পূর্ণ পৃথক মতবাদ।

৭০. মহান আল্লাহ আমাদের জন্য অনুসরণীয় গ্রন্থ বা বিধান হিসেবে কুরআন ও সহীহ হাদীসকে মনোনীত করলেন। আমরা মুসলিম, ইসলাম ধর্মের উৎস কুরআন-হাদীস আল্লাহ তায়ালা তাঁর ও রাসূলের অনুসরণ করতে হুকুম করলেন। রাসূল সা. আমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলেন (মুয়াত্তা মালেক, মায়েদা- ৬৭, মুহাম্মদ-৩৩, মায়েদা- ৯২, নুর-৫২, আরাফ-৩ ইত্যাদি অসংখ্য দলীল তার প্রমাণ) কিন্তু আমরা ইজমা ও কিয়াস কেও শরীয়তের উৎস হিসেবে মনোনীত করলাম। ইজমা কিয়াস যদি শরীয়তের উৎস হইবে তাহলে রাসূল সা. কেন তা বলে গেলেন না? শরীয়তের উৎস দুটি, তা চার উৎস করার অধিকার আপনাকে কে দিল? ইজতেহাদের কথা বলবেন? হ্যাঁ, তা তো উন্মুক্ত। রাসূল ইজতেহাদের কথা বলেছেন তা কুরআন ও হাদীসের গবেষণালব্ধ মাসয়ালা। কিয়ামত পর্যন্ত

ইজতেহাদের পথ উন্মুক্ত। কুরআন হাদীসে কোন বিষয় পরিষ্কার বুঝা না গেলে ইজতেহাদ করত সমাধান বের করতে হবে। কিন্তু বন্ধু! শরীয়তের মূল উৎস্য অবশ্যই দুটি, চারটি নয়।

৭১. যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তাদেরকে আল্লাহ কাফের জালিম ও ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। (সূরা মায়েদা-৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮) অনেক আলেমগণ বলে থাকেন তাদেরকে কাফির বলা যাবে না কেননা আল্লাহ তো তাদের কে ফাসিক ও বলেছেন। আচ্ছা ভাই কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যদি বলা হয় অমুক ব্যক্তি খুনী, মদ পানকারী ও মিথ্যুক তাহলে সে কেবল মিথ্যুক হিসেবেই বিবেচিত হবে? নাকি তিনটি দোষের আসামী হিসেবেই তার বিচার হবে। হায়রে আলেম সমাজ। আফসোস হয় মহান আল্লাহ তাদের শুধু কাফের-ই বলেননি বরং জালিম ও ফাসিক কাফির বলেছেন আর আপনি তাদের কাফের ফতওয়া দিতে ভয় পান? আপনার জানা থাকা দরকার পবিত্র কুরআনে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহ কাফেরদেররক ফাসিক ও জালিম বলে অভিহিত করেছেন। এমন কি ফিরউনের মত কাফির কেও তিনি ফাসিক বলে অভিহিত করেছেন। (সূরা কাছাছ-৩২) তাহলে কি আপনি বলতে চান ফিরাউন আর মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সমান? আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন্ আর আপনি আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা তো দূরের কথা তাদের কে পাক্কা মুসলিম মনে করেন। কোন মুসলিমকে যেমন কাফির বলা যায় না তেমনি কোন কাফির কেও তো মুসলিম বলা যাবে না তাহলে কাফের কে স্বয়ং আল্লাহ কাফের বলেছেন তাদেরকে মুসলিম বলে চিৎকার করে আপনার লাভ কি?

আজ আমার জাতি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করা তো দূরে থাক বরং তা পরিবর্তন করে দিয়ে মনমত বিধান রচনা করছে। আল্লাহর হারামকৃত বিষয় সংসদে বসে সুষ্পষ্ট হালাল ঘোষণা করে লাইসেন্স দিচ্ছে। আল্লাহর দ্বীন কে বাদ দিয়ে নিজেরাই সুবিধামত দ্বীন বা জীবন বিধান রচনা করছে। এর পরেও তারা নাকি পাক্কা মুসলিম। তাদেরকে নাকি কাফের ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। আল্লাহ উত্তম ফয়ছালাকারী।

৭২. আদম (আ.) মাটির তৈরী। তাই মানব গোষ্ঠীর সবাই মাটির তৈরী। রাসূল (সা.) মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত অন্য কোন জাতির নন। সুতরাং তাঁকে নূরের তৈরী বলে চিৎকার করে তাঁর মর্যাদা খাটো করা ছাড়া আর কি হচ্ছে। ফিরিস্তাগণ নূরের তৈরী তারা মাটির তৈরী আদম (আঃ) সিজদা করে আল্লাহর

হুকুম পালন করত ঃ আদমের মর্যাদা স্বীকার করল। আর আপনি কিনা তাঁকে নূরের তৈরি মনে করেন। ভুল হয়েছে আপনার। রাসূল (সা.) মাটির তৈরী মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নহে। তিনি সৃষ্টি গত ভাবে আমাদের মত মানুষ কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি আল্লাহর রাসূল আর আমরা তার উম্মত। তিনি নিজেকে নূরের তৈরী দাবী করেননি আপনি কেন তাকে নূরের তৈরী বলবেন।

(সূরা-কাহাফ-১১০, হাদীস সেজদাহ-৬, বুখারী)

৭৩. "যদি" শব্দ ব্যবহার করে এরূপ বলা যাবে না যে, যদি তুমি না দেখতে তাহলে আমার ছেলে মারা যেত। যদি তুমি না যেতে তাহলে বিপদে পড়তে না। ইত্যাদি কথাবার্তা বলা অবশ্যই শিরকের পর্যায় চলে যায়। যা চরমভাবে ভাগ্য অস্বীকার করার শামিল। (সহীহ মুসলিম, ইবনে কাছীর ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃ.)

৭৪. আমি তোমাদের দোয়ায় ও আল্লাহর রহমতে ভাল আছি। এভাবে বলা যাবেনা। বিষয়টি শিরকের পর্যায় চলে যায়। কেননা আমার ভাল থাকার জন্য কেবল আল্লাহর রহমতই যথেষ্ট। অনেককে চিনা নেই জানা নেই বা সে তার জন্য দোয়াও করেনি তারপরও আমরা সবসময় বলি, তোমার দোয়ায় ভালো আছি, তোমার দোয়ায় আছি কোন রকম, যেমন দোয়া করেছ ইত্যাদি। আসলে এরূপ না বলে বলতে হবে আল্লাহর রহমতে ভাল আছি। আল-হামদুলিল্লাহি। ব্যাপক জানার জন্য (ড. মুয্যাম্মিল আলী রচিত "শিরক কি ও কেন" বইটি পড়ার অনুরূধ রইল। (ইবনে কাছীর ১ম খণ্ড-১৮৮ পৃ.)

৭৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে সিজদা তো দূরে থাক মাথা নত করাও শিরক। হে হতভাগা মূর্খরা, মানুষ হয়ে কিভাবে আরেক মানুষের সামনে মাথা নত কর, মাজারে গিয়ে সিজদাহ দাও। (সূরা হামীম সিজদাহ-৩৭)

৭৬. কবরের নিকট কিছু চাওয়া শির্ক। রাসূল (সা.) মৃত্যু বরণ করার পর কোন সাহাবী কখনো তার ক়বরের কাছে কিছু কামনা করেনি। আজও গিয়ে দেখেন সোনার মদিনায় সেখানে নেই কোন উরশ মেলা। নেই কোন ভণ্ডামী। আপনার ন্যাঙটা ভণ্ড বাবা রাসূলের চেয়েও বড় হয়ে গেল? আফসোস যদি শিরক থেকে আমার জাতি বেঁচে থাকত।

(সূরা নামল -৮০ রুম-৫২, ফাতির-২২, ফাতীর-৪, বুখারী -১০ম খণ্ড ৬০৪২, ৬০৪৩ ইফাবা)

৭৭. এক শ্রেণীর মানুষ জালালী কবুতর খাওয়া হারাম মনে করে থাকে। তারা মনে করে বাবা শাহ জালালের মাজার হতে সারা দেশে জালালী কবুতর হয়েছে। বাবার সম্মানে তা খাওয়া জায়েয় হবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তা হারাম

করেননি। আপনি কোন অধিকারে তা হারাম করছেন? স্বয়ং রাসূল (সা.)-কেও তো কোন হালাল বস্তু হারাম করার অধিকার দেওয়া হয়নি (সূরা তাহরীম-১) আপনাকে এমন অধিকার কে দিল? জালালী কবুতর খাওয়া অবশ্যই হালাল। আপনি মুসলিম আপনার উচিত আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে হারাম না মনে করা।

৭৮. এক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন রাসূল সা. কবরে জীবিত আছেন। এমনকি তিনি সেখান থেকে উম্মতের সমস্ত খোজ খবর রাখেন এবং রূহনী ফয়েজ দান করেন। কিন্তু এরূপ আকীদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল, ও ১০০% মিথ্যা তা হয়তো অনেকে জানেই না। তাছাড়া একশ্রেণীর আলেম সমাজ ওয়াজ করতে গিয়ে বলেন আঃ কাদির জিলানীর সাথে রাসুল সা. কবর হতে হাত বের করে মুসাফা করেছেন। কোন মুসলিম এমন আকীদা পোষণ করতে পারে না। তারা জানে রাসূল সা. মৃত্যু বরণ করেছেন, স্বয়ং আল্লাহ তাকে মৃত বলেছেন। (সূরা যুমার-৩০, আল ইমরান ১৪৪) তিনি কবর থেকে উম্মতের কোন অবস্থা অবগত নন, তাইতো হাউজে কাউছারের পানি বিদাতী মুসল্লিদের দিতে যাবেন কিন্তু রাসূল সা. কে নিষেধ করা হবে বলা হবে আপনার মৃত্যুর পর তারা কি করেছে তা আপনি জানেন না, তারা বিদয়াত করেছে। তখন রাসূল সা. তাদের পানি দিবেন না। ইহা সহীহ্ হাদীস সুতরাং রাসূল সা. কবর হতে কিছুই শুনেন না বা দেখেন না তা সু-স্পষ্ট বুঝা গেল। আপনি জ্ঞানী মানুষ আশা করি সহজে বুঝতে পারবেন, আপনি তো জানেন মদীনায় রাসূল সা. এর কবর। আর মাসজিদে নববীতে উমর (রা) কে অভিশপ্ত আবু লুলু ফিরোজ মিম্বারে লুকিয়ে থেকে চুরিকাঘাত করলো পরে তিনি শহীদ হলেন, উসমান (রা)-কে হত্যা করা হল। সিফ্ফীনের যুদ্ধে অসংখ্য সাহাবী প্রাণ হারাল। আলী (রা) হাসান-হুসাইনের শাহাদাত সহ শত ঘটনা, বিপদাপদ আরব জুড়ে বিরাজ করল অথচ তখন কেউ রাসূল সা.এর কবরে গিয়ে তার কাছে সমাধান বা সাহায্য চাইলেন না। এদিকে কাবা ঘরে চার ইমাম পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত হয়ে সালাত আদায় করল শত শত ফিতনা রাসূল এর কবরের আশ পাশেই ঘটতে থাকল কিন্তু তিনি তো কবর থেকে কোন প্রতিবাদ করলেন না বা রূহানী জগতে কাউকে কোন নির্দেশও দিলেন না অথচ আপনার পীর সাহেব নাকি রাসূলের ফয়েজ পান, কি চমৎকার মিথ্যা কথা। উষ্ট্রীর যুদ্ধে মা আয়েশা ও আলী (রা) পরস্পর যুদ্ধে নামলেন। রাসূল সা. যদি কবর থেকে কিছু করার ক্ষমতাই রাখতেন তবে কি কাউকে কিছু বলতেন না? অবশ্যই বলতেন, আপনি কেন বুঝেন না রাসূল সা. মৃত্যুবরণ করেছে বলে মদীনায় থেকে খোদ মদীনার মানুষের জন্যই কিছু করতে পারলেন

না আর তিনি কি করে আপনার উপকার করবেন বা কোন পীর কবর থেকে কি করে মানুষের উপকার করবেন এখনো সময় আছে তাওবাহ করুন। ফিরে আসুন দ্বীনের পথে। আল্লাহ আপনার কল্যাণকামী।

৭৯. সন্তান যেন না মারা যায় সে জন্য তার কান ছিদ্র করা ও কানের রিং পড়ানো।

৮০. মাজার পূজা করা পৃথিবীর নিকৃষ্ট এক ফিতনা। যা বর্তমানে মুসলিম সমাজে ব্যাপক আকার (বুখারী-মুসলিম) ধারণ করেছে। আমরা মাজার পূজা ঘৃণা করি। আমরা মুসলিম। আমরা যা কিছু চাই তা কেবল মহান আল্লাহর কাছেই চাই।

৮১. মাজারের মৃত পীর সাহেব চাওয়া পাওয়া পূরণ করতে পারবে এরূপ ধারণাকারী বা বিশ্বাস কারী অবশ্যই মুশরিক। কোন মাজারে দান করলে ব্যক্তি ঈমান হারা হয়ে যাবে। তাওবা না করে এমতাবস্থায় মারা গেলে তার পরিণতি বড়ই ভয়াবহ হবে। (মুসনাহে আহমদ কিতাবুত তাওহীদ)

৮২. পূর্ব পুরুষ, আলেম ও বাপ-দাদাদের দোহাই দিয়ে শির্কী ও বিদয়াতী আমল করে যাওয়া মুশরিকদের নীতি।

(সূরা যুখরুফ-২২, ২৩ ২৪ আশ শূয়ারা- ৭৪ বাকারা- ১৭০)

৮৩. একজন মুসলিম কিভাবে নিজেকে গর্বের সাথে আমি হানাফী বা শাফেয়ী ইত্যাদি নামে পরিচয় দেয়, ইমাম আবু হানিফা একজন মানুষ তিনি কোন নাবী/রাসূল নন তাহলে আপনি কোন হিসেবে তার নামে নিজের ধর্মীয় পরিচয় দেন। আপনি কেন নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে পারেন না? অথচ আপনার নাম কুরআনে মুসলিম রাখা হয়েছে।

(সূরা হামীম সিজদা- ৩৩ আল ইমরান- ১৯, হজ্ব-৭৮)

তবে নিজেকে কেউ আহলে হাদীস পরিচয় দিতে পারে। কেননা আহলে হাদীস কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের নাম নয় বরং আহলে হাদীস অর্থ কুরআন হাদীসের অনুসারী, যারা পবিত্র কুরআন ও সহী হাদীস মোতাবেক জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার করে, যারা বিশ্বাস করে কোন মুসলিম কখনো কোন ব্যক্তির রায় বা মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে না কেবলমাত্র শুধুমাত্র কুরআনও সহীহ হাদীস-ই ইসলামী জীবনে শিরোধার্য তারাই আহলে হাদীস। (বিস্তারিত জানতে ড. মু আসাদুল্লাহ আল গালিবের ডক্টরেট থিসিসটি পড় ন)

৮৪. আমাদের দেশের হানাফী মাযহাবের ভাইগণ রমযান মাসে সরকারী আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুসারে সুবহে সাদিকের সাথে সাথে অর্থাৎ গভীর ভোরে ফজরের আযান দেন। কিন্তু রমযান মাস শেষ হলেই প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফজরের আযান দেন কিন্তু কেহ চিন্তা করে না এরূপ আশ্চর্য শরীয়ত তারা কোথায় পেল। ৩০শে রমযানে যদি ৪.৪৫ মি. ফজরের আযান হয় তাহলে তারপর দিন অর্থাৎ ঈদের দিন কিভাবে আধ ঘণ্টা পরে ফজরের ওয়াক্ত হয়। আচ্ছা! রাসূল এর সাহাবাগণ কি রমজান ও পরবর্তী মাসগুলোতে এরূপ আধ ঘণ্টা পার্থক্য করে আযান দিয়েছেন বলে কোন দলীল কারো কাছে আছে? অবশ্যই নেই তারা সারা বছর সুবহে সাদিকের সময়-ই আযান দিতেন। তাছাড়া এইভাবে দেরী করে আযান দিলে যারা ভাঙতি বা নফল সিয়াম পালন করবে তারা কিভাবে সাহরী খাবেন। যার ঘরে ঘড়ি নেই বা সুবহে সাদিক কখন হবে তা যে জানে না সে যদি হানাফীদের আযানে সেহরী খায় তবে কি তার সিয়াম হবে? কেননা সে সময় শেষ হওয়ার ৩০ মি. পর সাহরী খাওয়া শেষ করেছে। আর যদি সিয়াম না হয় তা হলে কে এর জবাব দেবে?

৮৫. মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর জন্য না হয়ে বরং ব্যক্তির নিজের কারণে ভালবাসা বা অলৌকিক কিছু মনে করে ভয় করা ও ভক্তি করা তাকে বিরাট কিছু মনে করা তার কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করত ঃ অনুনয় বিনয় করা হারাম যা শিরকের পর্যায় চলে যায়। (সূরা বাকারা-১৬৫)

৮৬. সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ বলে ইসলামে কোন রোগ নেই। পেচার মাঝে কোন কু-লক্ষণ নেই। যদি কেউ মনে করে একজনের কাছ থেকে অপর জনের মাঝে রোগ ছড়িয়েছে তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, প্রথম ব্যক্তির মাঝে এ রোগ কে ছঁড়াল। (সহী বুখারী ৯ম খণ্ড পৃ. ২৭৬ হাদীস ৫৩০৮ ইফাবা)

৮৭. কিবলার দিকে পা দিয়ে বসা বা শয়ন করা মানুষ খবুই খারাপ বা পাপ মনে করে থাকেন। অথচ রাসূল সা. তা নিষেধ করে যাননি। তিনি কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পশ্চাতে রেখে প্রস্রাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী) কা'বার সম্মান আপনার চাইতে হাজার কোটি গুণ বেশী বুঝতে রাসূল সা. সুতরাং যদি কিবলার দিকে পা দেয়া গুনাহ হত তবে প্রস্রাব পায়খানার ন্যায় পা দেখাও তিনি নিষেধ করে যেতেন। সুতরাং পশ্চিমে পা দিয়ে বসা বা শয়ন করা রাসূল বারণ করেননি আপনি বারণ কর ‌ কে? কিবলার দিকে পা দেয়া সমস্যা নেই। মহান আল্লাহ কা'বার ইবাদত করতে বলেন নি, বলেছেন এই কা'বার রবের ইবাদত কর। (সূরা কুরাইশ)

৮৮. অনেক সময় দেখা যায় আমি, একজনকে সালাম দিলাম আর তিনি উত্তর নিয়ে আবার আমাকে সালাম দেয়। এমনটি ঠিক নয় সালাম দিলে ব্যক্তি জবাব দেবে। তবে কোন কিছুর আড়াল হলে পূনরায় সালাম দিতে হবে।

৮৯. বুখারীর হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মানত কোন উপকারে আসে না বরং তা কৃপণের ধন বের করে নিয়ে যায়। মানে কৃপণের সম্পদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু হয় না। কিন্তু সমাজে মানত করার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া "জানের বদলে জান দিব" এমন মানত তো অনেকেই করে থাকেন এরূপ মানত মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আচ্ছা আপনি কি একটি ছাগল বা মুরগীর বিনিময়ে আপনার সন্তানের সুস্থ হওয়ার চুক্তি করছেন? মহান আল্লাহর ভাণ্ডার কি এতই ছোট যে আপনার মুরগীর বিনিময়ে সন্তান ফিরিয়ে দিতে হবে? তিনি কি এমনিতেই বাঁচাতে পারেন না? কেন তাঁর সাথে চুক্তি করেছেন? আপনার মন এত ছোট কেন? কেন বড় মন নিয়ে সকল আকুতি মিনতি নিয়ে আল্লারহ কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারেন না, সাথে সাথে কিছু দান করি দিন, বা দু' রাকাত সালাতুল হাজত পড় ন। বিপদ থেকে পানাহ চান, ইনশাআল্লাহ বিপদ কেটে যাবে মানত করতে হবে না। তবে মানত কররে তা পূরণ করবেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মানত করবেন না করলে তা শির্‌ক হবে। আর একটি বিষয় মনে রাখবেন আল্লাহর জমিনে অগণিত মাখলুক বসবাস করছে কেউ তাদের সমস্যার জন্য মাজারে গেল না কখনো কোন প্রাণী সন্তান চাইতে বাবার দরবারে দরখস্ত করল না তারা কেবল মাত্র আল্লাহর কাছেই চাইল। আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ হয়ে কি করে আরেক জন মৃত মানুষের কাছে ফরিয়াদ করেন আপনার লজ্জা হওয়া উচিত কিভাবে মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে বলেন বাবা আমার একটা ছেলে দাও? কেন আপনার বিশ্বাস হয় না একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইলেই আপনি পাবেন। আর বিশ্বাস হলে কেন মাজারে যান? সাবধান! মাজারে নয় গভীর রাতে উঠুন রব আপনাকে প্রথম আকাশে এসে ডাকতে থাকেন তাঁর কাছেই সমস্যা খুলে বলুন ভরসা ও বিশ্বাস রাখুন, অবশ্যই পাবেন। আগে হোক বা পরে হোক আপনার দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

৯০. মানুষ বা যে কোন প্রাণীর ছবি আছে এমন জামা কাপড় পরিধান করে সলাত পড়া যাবে না, কিন্তু আমাদের সমাজে ছবিযুক্ত কাপড় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মুসলিমদের উচিত তা বর্জন করা। যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে

রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। (বুখারী -কিতাবুল লিবাস) কিন্তু অনেক মানুষ ঘরে ছবি বা বিভিন্ন প্রাণীর মুর্তি রাখে। আপনি মুসলিম আপনার উচিত ঘর হতে ছবি মূর্তি বের করা। দুঃখ জনক একটি বিষয় হচ্ছে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মাদরাসা গুলোতে ও সরকার ছবিমূর্তি রাখতে বাধ্য করছে। কোন মুসলিম সরকার রাসূলের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে এহেন হীন কাজ করতে পারে? পারে না। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমরা কাদের পিছনে ঘুরছি।

৯১. সলাত আদায় করে না এসব যুবকের সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়া বৈধ নয় অপরূপ সলাত আদায় করে না এমন নারীকে কোন সলাত আদায়কারী পুরুষের বিবাহ করাও বৈধ নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে কেউ তা চিন্তা করে না কখনো জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করা হয় না ছেলে বা মেয়ে সলাত আদায় করে কিনা। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে থাকি মেয়েটি সুন্দরী কিনা বা ছেলেটি কেমন চাকরী করে অর্থ সম্পদ আছে কিনা। আমাদের তা আদৌ উচিত হচ্ছে না। এ জন্য অভিভাবকদের কটিন জবাবদিহি করতে হবে।

(বিস্তারিত-ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম পৃ. ৩০৩ দেখুন)

মনে রাখা দরকার- স্বামী-স্ত্রীর একজন সলাত ত্যাগ করলে বিবাহ থাকবে না। বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে।

৯২. অনেকের ধারণা ছেলে মেয়েদের বিবাহ শাদী না দিয়ে হজ্জ করা যায় না। আর হজ্জ করে দুনিয়াবী কাজ কর্ম হাল চাষ দোকান পাট করা ইত্যাদি কাজ করা যায় না বা হজ্জ করে ৪০ দিন শুধু ঘরে বসে থাকতে হয়। আসলে উল্লেখিত কোন কথাই সত্য নয়। হজ্জ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করতে হবে। সলাত একটি ফরজ ইবাদত সলাতের মত হজ্জ ও একটি ফরজ ইবাদত। সলাত পড়ে যেমন কাজ কর্ম করা যায় হজ্জ করেও তেমনি কাজ কর্ম করা যায়। মেয়ে বিবাহ দেয়ার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং এসব যুক্তি শয়তান ছাড়া আর কেউ দিয়েছে বলে মনে হয় না। কেননা শয়তান চাই আপনি হজ্জ না করে মারা যান আর কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হন। তাই অনুরোধ করছি আপনার হজ্জ ফরজ হওয়ার মত সম্পদ থাকলে তাড়াতাড়ি তা আদায় করুন।

৯৩. বিবাহতে মহর পরিশোধ করা ফরজ (সূরা নিসা-৪) মহরের মাধ্যমেই স্ত্রী হালাল হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোক তা আদায় করে না।

তাছাড়া অনেকে মনে করে ক্ষমা চাইলেই হবে। আসলে ক্ষমা চাইলে হবে না। ইহা একটি ধোকা ও প্রতারণার শামিল। তাছাড়া আপনি এত ছোটলোক ও কাপুরুষ কেন? কেন আপনি স্ত্রীর কাছে মহরের টাকা ক্ষমা চাইবেন তা পরিশোধ করার মত আত্মসম্মানবোধ আপনার মনে কেন জাগে না। আর কনে পক্ষেরও উচিত ছেলের সাধ্যের ভিতর মহর ধার্য করা যাতে সে পরিশোধ করতে পারে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন যাতে নারী জাতির সম্মান রক্ষা করত ঃ আমরা পূর্ণ মহর আদায় করতে পারি। আমীন।

৯৪. আপনার সন্তানকে টা-টা-শিক্ষা দিচ্ছেন কেন? আপনি যে মুসলিম, আপনার ধর্ম যে ইসলাম তা কি আপনি ভুলে গেছেন? আপনি কি জানেন না বিধর্মীদের অনুসরণ করতে ইসলাম হারাম করেছে। টা-টা তো বিধর্মীদের সংস্কৃতি। আপনি সন্তানকে সালাম শিক্ষা দিন। আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন।

৯৫. মুসলিম সমাজের বিবাহ পদ্ধতিতে হিন্দুদের সংস্কৃতি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে যা হচ্ছে তার অধিকাংশই হিন্দুরে নীতি হিন্দুদের সিঁদুরের নাম পরিবর্তন করে আফছন রেখে দেয়া হচ্ছে। বধু বরণের নামে ধান-দূর্বা ইত্যাদি দিয়ে যে বধু বরণ পর্ব হয় তা সমপূর্ণ হিন্দুদের নীতি। তাছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে গরীবদের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে না। বর্তমানে অলিমা অনুষ্ঠানে হোটেল ব্যবসা চলছে। ছেলের বাড়ীর পরিবর্তে মেয়ের বাড়ীতে অলিমা হচ্ছে কিন্তু আলেম সমাজের চিৎকার কারো কানেই যাচ্ছে না। জানি না কে পারবে এ জাতিকে বুঝাতে। আল্লাহ আমার জাতিকে হেদায়াত দাও।

৯৬. কাচা পেয়াজ ও রসুন খেয়ে মাসজিদে আসতে রাসূল সা. চরম ভাবে নিষেধ করতেন কেননা ইহার দুর্গন্ধ ফিরেস্তারা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ মুসল্লি বিড়ি-সিগারেট ও জর্দ্দা খেয়ে সলাত পড়তে আসে যাদের পাশে দাড়ানো চরম কষ্ট সাধ্য হয়ে দাড়ায়। মাঝে মাঝে গন্ধের তীব্রতায় বমি এসে যায়। জানি না রাসূল সা. আজ জীবিত থাকলে তাদের কি শাস্তি দিতেন। দুঃখ জনক হলেও সত্য যে অনেক আলেমগণও জর্দ্দা খায়। তারা-কোন দলীলের ভিত্তিতে তা খাচ্ছে? কে এর জবাব দেবে? সাবধান। বিড়ি-সিগারেট জর্দ্দা খাওয়া ছাড় ন।

কাঁচা পিঁয়াজ রসূন প্রসঙ্গে হাদিসটি পাবেন বুখারী ৯ম খণ্ড ১৪১ পৃ. হাদীস নং ৫০৫৭ ও ৫০৫৮ ইফাবা)

৯৭. প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সিয়াম পালন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যা পালন করা আমাদের জরুরী। আর প্রতিদিন দু'রাকাত সালাতুয যুহা আদায় করা ও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এই সালাতটি সকাল ৭-৮ থেকে ১০-১১ পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্য মাথার উপর আসার আগ পর্যন্ত পড়া যায়।

(সহীহ বুখারী ৩য় খন্ড ২৮০ পৃ. হাদীস নং ১৮৫৭)

৯৮. রাসূল (সা.) এর চুল কানের লতি থেকে নিয়ে কাধ পর্যন্ত লম্বা হত। অর্থাৎ তিনি কখনো লতি পর্যন্ত বাবরী রাখতেন কখনো আবার কাধ ও কানের লতির মাঝ বরাবর আবার কখনো তা কাধ পর্যন্ত রাখতেন। কিন্তু অনেক মানুষ মনে করে বাবরী রাখলে কানের লতি পর্যন্ত রাখতে হবে। আসলে একথা ঠিক নয় রাসূল সা. কাধ পর্যন্ত বাবরী রেখেছেন সুতরাং পুরুষরা কানের লতি থেকে কাধ পর্যন্ত লম্বা চুল রাখতে পারবে।

(বুখারী ৯ম খণ্ড হাদীস নং ৫৪৮০ হতে ৫৪৮৪ পর্যন্ত)

৯৯. আল্লাহর রাসূল সা. হেলান দিয়ে আহার করতেন না। (বুখারী ৯ম খণ্ড ১১৮ পৃ. হাদিস নং ৫০০৬, ৫০০৭ ইফাবা) আপনি তাঁর উম্মত। সুতরাং হেলান দিয়ে খাওয়ার বদ অভ্যাস আপনি ও ছেড়ে দিন। অনেক লোক চেয়ারে হেলান দিয়ে বাম হাতে চা পান করেন। কোন মুসলিমের এরূপ করা উচিত নয়।

১০০. খাওয়া শেষ করে হাত ধৌত করা বা মুছার পূর্বে আঙ্গুল ও প্লেট ভাল ভাবে চেটে যাওয়া সুন্নত। যা নবীজির সরাসরি নির্দেশ। (বুখারী ৯ম খণ্ড পৃ. ১৪৩ হাদীস নং ৫০৬১ ইফাবা) অথচ আপনি নিজেকে রাসূলের চেয়ে ভদ্র মনে করেন নাকি। তাহলে কেন চেটে খাবেন না? বিয়ে বা যে কোন অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগ লোকই চেটে খায় না। চেটে খাওয়া অভদ্রতা মনে করে। অথচ চেটে খাওয়া নাবীর নির্দেশ আল্লাহর নাবীর সুন্নতকে মূল্যায়ন করুন। তাঁর চেয়ে ভদ্র সম্মানি মানুষ আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

১০১. রাতে ঘুমানোর পূর্বে অযু করে ঘুমানো রসূল (সা.) এর নির্দেশ। সুতরাং ইহা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাতে অযু করে ও সহীহ সূত্রে বর্ণিত দোয়া সমূহ পড়ে ঘুমানো খুবই ফাজিলাত পূর্ণ আমল।

(বুখারী ৯ম খন্ড পৃ. ৫৫৫ হাদীস নং ৫৮৭২ ইফাবা)

১০২. যানবাহনে উঠার সময় মুসলিমগণ প্রচলিত যে দোয়াটি (বিসমিল্লাহি মাজরিহা---) পড়ে থাকেন তা শুধু নৌযানে ভ্রমনের দো'য়া মূলত যে কোন স্থলযানে আরোহনকালে–

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযি সাখ্খারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বীনা লামুনকালিবুন।

(মুসলিম-ইসলামিক সেন্টার হয় ৩১৩৯) এই দোয়াটি পড়তে হবে।

◆ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি পড়বে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। তা যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তবুও।

(সহীহ বুখারী ৯ম খন্ড পৃ. ৫৯৮ হাদীস নং ৫৯৬৩ ইফাবা)

আল্লাহর মহিমা

মুসাফির আব্দুল্লাহ

কার হুকুমে আকাশের ঐ তারাগুলো জ্বলে
কার হুকুমে মানব জাতি মিষ্টি কথা বলে।
কার হুকুমে রাতের বেলা চাঁদ দেয় এমন আলো
কার হুকুমে সকাল বেলা সূর্য উঠে বল।
কার হুকুমে আকাশগুলো রয়েছে খুটি ছাড়া
কার হুকুমে পাহাড়ের বুকে দেখ ঝর্ণা ধারা।
কার হুকুমে সাগর-নদী রয়েছে রহমান
কার হুকুমে হাসনা-বেলী ছড়ায় এমন ঘ্রাণ।
কার হুকুমে মেঘমালা বৃষ্টি বর্ষণ করে
কার হুকুমে গগন চুম্বী পাহাড় উঠল গড়ে।
কার হুকুমে জমিনে হয় রকমারী ফল
কার হুকুমে এমন হল মৃত সাগরের জল।
কার হুকুমে গভীর সমুদ্রে জেগে উঠে চর
কার হুকুমে বয়ে যায় কালবৈশাখী ঝড়
বল, বল, বল তুমি
এ সবের?
আল্লাহ ছাড়া আর কে আছেন
তিনিই মোদের সব।

তালিমুল কুরআন (১ম খন্ড)	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
রিয়াদুস সালেহীন (১-৪ খন্ড)	ইমাম ইয়াহইয়াহ আন নববী
রাহে আমল (১-২ খন্ড)	আল্লামা জলীল আহসান নদভী
এন্তেখাবে হাদীস (১-২ খন্ড)	আল্লামা আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী
মহিলা সাহাবী	নিয়ায ফতেহ্পুরী
কারাগারে রাতদিন	জয়নাব আল-গাজালী
শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী	খলিল আহ্মাদ হামিদী
কবীরা গুনাহ	ইমাম আযযাহাবী রহ.
গীবত	আব্দুল হাই লখনবী
ইসলামী আদর্শ	ড. মাহমুদ আহমেদ
দারসে কুরআন (১-৫ খন্ড)	খলিলুর রহমান মুমিন
দারসে হাদীস (১-৪ খন্ড)	খলিলুর রহমান মুমিন
যাদেরাহ	মুফতি বাহারুল্লাহ নদভী
রিয়াদুস জান্নাত	মুফতি বাহারুল্লাহ নদভী
বেহেশতি জেওর (মাসায়েল অংশ)	
মরনের পরে কি হবে	আশেক এলাহি বুলেন্দশহরী
কুরআন হাদীসের আলোকে আখেরাতের চিত্র	খলিলুর রহমান মুমিন
ইসলামে নারীর পারিবারিক অধিকার	জামিল মাহমুদ
বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীস	আবু সালেহ
বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সংকলন	হারুন-অর-রশিদ
পরকালের প্রস্তুতি	মু. নাঈম সিদ্দিকী
মৃতদের জন্য জীবতদের যা করনীয়	মু. নাঈম সিদ্দিকী
আখেরাতে পাসপোর্ট	মু. নাঈম সিদ্দিকী
আচরণে মুমিনের পরিচয়	আজিজা সুলতানা
একটু খানি মিষ্টি হাসি ও ইসলামী আন্দোলন	সিরাজুল ইসলাম মতলিব
একটু খানি চোখের পানি ও ইসলামী আন্দোলন	সিরাজুল ইসলাম মতলিব
দৈনন্দিন জীবনে রাসুঃ (সঃ) দো'আ ও যিকির	মাওলানা আব্দুল মতিন
দু'আ কেন কবুল হয় না	মাওঃ মুঃ বশির উদ্দিন
নারীদের ব্যাপারে সতর্কবানী	হযরত আবু সাঈদ (রহঃ)
রাসুল (সঃ) শিক্ষা ব্যবস্থা	ড. রেজাউল করিম